PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-15, No.-1, May 2024

শিক্ষাগত দর্শনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান

শ্রীতমা ব্যানার্জি

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ, কুলটি কলেজ, পশিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১৩৩৪৩;
ই-মেইলঃ *sritama.banerjee0020@gmail.com*

সারসংক্ষেপ

সমাজ ও সভ্যতাকে এক ছন্দ ও শৃঙ্খলায় বেঁধে রাখা এবং ভারতের যুগ তপস্যার এক অন্যতম ফসল হিসাবে ১৮৬১ খ্রীঃ ৬ই মে কলকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে আবির্ভূত হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের এক নেতৃত্ব স্থানীয় বিশেষ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারক। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিশ্রিত সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়া ছিল সাহিত্য, গান, অভিনয়, প্রভৃতির আনন্দ ও কোলাহলে ভরপুর এক পরিবার। ঠাকুরবাড়ির মুক্ত পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়েছিলেন। প্রথাগত শিক্ষার এই একঘেয়েমি সীমাবদ্ধ শিক্ষাতে কখনোই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বেঁধে রাখেন নি। তিনি মনে করতেন, মুক্ত পরিবেশের শিক্ষা হল আদর্শ শিক্ষা। এই শিক্ষার দ্বারা প্রকৃত চরিত্র তৈরি হয়। একজন ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রকৃতির সাথে আত্মার এক গভীর এবং নিবিড় সম্পর্ক আছে। প্রকৃতির সাথে আত্মার গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা হলো প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। সমাজের এই কঠিন আস্তরণের মধ্যে থেকে কখনোই ব্যক্তি পরিপূর্ণ সত্তার বিকাশ লাভ করতে পারে না। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা হল মুক্ত শিক্ষার এক অন্যতম নিদর্শন, যার উদ্দেশ্য ছিল, প্রাচীন ভারতের আশ্রমিক শিক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রেরনা। সত্যকে অনুসরণ করে এবং সত্যের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে উপলব্ধি করে মানব মনের অনুসন্ধান করা ছিল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, বিদেশী ভাষাকে বর্জন করে কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা হলো প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাকে মাধ্যম না করে প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। তার ধারনা ছিল, প্রকৃতির মধ্যে এক অসীম সত্তা বিরাজিত, যিনি হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। রবীন্দ্রনাথের মতে, ধনী-দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলেরই সমানভাবে শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার আছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রকৃতির মধ্যে থাকলে একজন শিশুর আত্মপ্রকাশ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব হবে। বিশ্বভারতীর প্রান্তরে শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা অর্জন ছাড়াও শরীর চর্চা, গান, নাচ, আঁকা, ও বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে তার শিক্ষা প্রসার লাভ করেছিল। স্বাধীনতা ও আত্ম-সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণকে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত শিক্ষা বলে মনে করতেন। তার এই চিরাচরিত শিক্ষা ধারা আজও এক মূল্যবান সম্পদ হিসেবে জগতে অবস্থান করছে।

সূচকশব্দঃ রবীন্দ্রনাথ, প্রকৃত শিক্ষা, আদর্শ সমাজ, সমাজ ও শিক্ষার উন্নতি, শিক্ষার দর্শন।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে এক যুগান্তরকারী বিশেষ ব্যক্তির নাম জানা যায়, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ভারতীয় যুগ-তপস্যার ফল। ১৮৬১ সালে কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহিত্য গান মুখরিত এক কোলাহল পরিবারের মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন। গণ্ডিবদ্ধ বা

সীমাবদ্ধ জীবন রেখায় কখনোই তিনি তাঁর জীবনকে বেঁধে রাখেন নি। প্রকৃতির মধ্যে থেকে খোলা মুক্ত বাতাস গ্রহণ করে সহজ সরল জীবন যাপন করতে রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি পছন্দ করতেন। তাঁর শিক্ষা জীবন কোনো নিয়ন্ত্রিত শিক্ষালয়ে সম্পূর্ণ হয়নি। ঠাকুর বাড়ির মুক্ত খোলা বাতাস এবং মুক্ত পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ জীবনের সঠিক উপলব্ধি করতে শিখেছিলেন। জীবনের সঠিক উপলব্ধির জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ সেই শিক্ষা তাঁর পরিবার থেকেই পেয়েছিলেন।

পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের সঠিক উপলব্ধির জন্য ব্রাহ্মসমাজ এর ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি। তাই ছোটবেলা থেকেই পিতার আদর্শে বড় হয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনেক বেশি অগ্রসর ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন ধর্ম সংস্কারক। আধুনিক সমাজে ব্রাহ্মসমাজের একজন সংস্কারক রূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এক মিলিত ভাবধারা। এই সংস্কৃতির মন্ত্রমুগ্ধ পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় হয়ে ওঠেন। কখনই পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি মনে করতেন, প্রকৃতি তার বিপুল সম্পদ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে আছে। সেই প্রকৃতির বিষয় সম্পদ গ্রহণ করা হলো আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা হলো মনুষ্যজাতির এক অন্যতম কাজ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, একজন বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি। পরিবারের সমৃদ্ধ কৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের অজান্তেই মুক্ত শিক্ষা পরিসরে নিজের অভিরুচি মত বড় হয়ে ওঠেন। তিনি মনে করতেন, প্রথাগত বিদ্যালয়ে শিক্ষা হলো, একক্লান্তিকর শিক্ষা। মুক্ত পরিবেশে মুক্ত পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনের প্রয়োজন এবং যথেষ্ট মূল্যবোধ তৈরি করা হলো প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। যা আমাদের সঠিক জীবন তৈরি করতে সাহায্য করবে।

আধুনিক সমাজে একজন আদর্শ শিক্ষাবিদ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশেষ খ্যাতিবান এক ব্যক্তি যার মধ্যে অতি অল্প বয়সেই শিক্ষা চিন্তার সূত্রপাত ঘটেছিল। উনবিংশ শতাব্দীরঅন্তিম লগ্নে যে মহামানবের আবির্ভাব হয়েছিল তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র প্রতিভা শুধু কাব্য সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন প্রথাগত ও বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানন এর মধ্যেশিক্ষা গ্রহণ করার পদ্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনতাঁর জীবন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। খুব অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনেরপ্রধান আলোচ্য বিষয় হলো এই বিশ্ব প্রকৃতি জগত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বিশ্ব জগতে তার প্রভাব বিস্তার করা। তিনি মনে করতেন, বিশ্ব জগতে প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হল শিশু। শিশু তাঁর বৌদ্ধিক ক্ষমতাও সৃজনশক্তি দ্বারা বাহ্যিক জগত ও প্রকৃতি থেকে ধারণা গ্রহণ করবে। শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা গুলি আছে প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে থেকে সেই সুপ্ত সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে ও বিকাশ ঘটবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রকৃতশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, অভ্যন্তরীণ শক্তি ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে শিশুর

মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করা। প্রকৃত শিক্ষাই শিশুর মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গঠন করতে সাহায্য করবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন তাঁর জীবন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তার শিক্ষা দর্শন হল ভাববাদ ও প্রয়োগবাদ এবং প্রকৃতি বাদের এক মিলিত সমন্বয়। জীবনের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন ভাববাদী দার্শনিক। জীবনের মধ্যম স্তরে এই বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করেবিশ্ব প্রকৃতির পরমসত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তিনি উপলব্ধি করেছেন জগতে এক পরম সত্তা অবস্থান করে। এইপ্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করে প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতা সবকিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রকৃতিকেই এক আদর্শ স্থান বলে মনে করেছেন। যার নিদর্শন হলো শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী। তিনি মনে করতেন একজন শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বেরপূর্ণপ্রকাশ ঘটে এই বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে। বিশ্ব প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করলে তবেই শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ শিশুকে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, এই পরিবেশ শিশুর অখন্ড ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে পারে। বিশ্ব প্রকৃতি হল শিশুর শিক্ষা গ্রহণের এক আদর্শ স্থান। যেখানে শিশু শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, এই চির সবুজ মিশ্রবিশ্ব প্রকৃতিরআলো, বাতাস, পাখির কলরব, খোলা মাঠ, শিশুদের মন হৃদয় স্পর্শ করতে পারে। খোলা আকাশের নিচে, মুক্ত বাতাস দ্বারাএকজন শিক্ষার্থী প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, আমাদের বিশ্বজগতে এক পরম সত্তা বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, শিক্ষা হলো এক তপস্যা। যা শিক্ষার্থীকেঅনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন তার জীবন দর্শনদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মানব জীবনের অভিজ্ঞতার এমন কোন স্থান নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়নি। মানব জীবনের প্রতিটি স্তরতাঁর অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা প্রভাবিত হয়েছে।তিনি ছিলেন একজন প্রয়োগবাদী দার্শনিক। প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা তত্ত্বের ওপর বাস্তবমুখী ও ভাববাদী চিন্তাধারার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। তিনি বিশ্ব সত্তার সঙ্গে মানব সত্তার সামঞ্জস্যতা বিধান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বিশ্ব সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রকৃতির মধ্যে মানব সত্তা প্রস্ফুটিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে মানব সত্তাকে প্রকাশ করাই হলো প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, স্বাধীন চিন্তা শক্তির প্রকৃত বিকাশ ঘটানো হলো প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত ও সক্রিয় হয়। আমাদের মন অ-বুদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটায়।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, দেহ হলো আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রয়োজন অতিরিক্ত জ্ঞান সঞ্চয় দ্বারা শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুন্দর সুস্থ স্বাস্থ্য রক্ষা করা হলো শিক্ষার্থীর প্রধান কাজ।

এইজন্য তিনি তারশিক্ষা পরিকল্পনায়মুক্ত পরিবেশ, প্রকৃতি, খেলাধুলা, মুক্ত বাতাস কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, বিশ্বব্যাপী এক সর্বময় পরম সত্তা বিরাজমান।এই পরমসত্তাকে বিশেষভাবেউপলব্ধি করা হলো প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিক্ষা পরিকল্পনায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, সমাজে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে মানবজাতিকেবিশেষ কিছু সামাজিক গুন অর্জন করতে হয়। প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা এই বিশেষ সামাজিক গুনগুলির বিকাশ ঘটে। ভ্রাতৃত্ববোধ, মানুষকে ভালবাসার সাহায্য করা, প্রভৃতি বিশেষ সামাজিক গুনগুলিপ্রকৃত শিক্ষার দ্বারাবিকাশ ঘটে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করে ১৯০১সালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ধারায় আশ্রমিক চিন্তাধারা প্রভাবিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর প্রধান কর্তব্য কর্ম ছিল, ব্রহ্মচর্য পালন করা। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে শ্রদ্ধা না থাকলে কখনোই প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ১৯২১ সালেশান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য ছিল, বিশ্বপ্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীকে এক বিশেষ শিক্ষা দেওয়া। প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সমন্বয়ে ঘটানো ছিলবিশ্বভারতী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, বিশ্বভারতীর মুক্ত পরিবেশেশিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দমত শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে কখনোই প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করাশিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব নয়। গাছের তলায় মুক্ত পরিবেশে মুক্ত বাতাস গ্রহণ করে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে বিশ্বভারতীর পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ছিল। এই মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা, নাচ, গান ,করে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেতো। শান্তিনিকেতন শিক্ষার প্রধান মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা। প্রত্যেক শিক্ষার্থী মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত।রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারবে। বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণ বা ক্ষেত্র ছিল সর্ব ধর্ম নির্বিশেষে এক মিলন ক্ষেত্র। শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া ও শিক্ষার্থী খেলাধুলা, গান-বাজনা, হাতের কাজ, বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করতে পারত। শান্তিনিকেতনের কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, কাঠের শিল্প, মাটির কাজ, চামড়ার কাজ, কৃষি কাজ, উদ্যান পরিচর্যা, প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হতো।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনক্ষেত্রহিসাবে আধুনিক শিক্ষা ধারায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অবদানরেখে গেছেন। আধ্যাত্মিকতার প্রতি গভীর উপলব্ধি ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার মূল উদ্দেশ্য। তিনি মনে করতেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিকতা স্পর্শ, বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা মানবজাতির মধ্যেএক বিশেষ ক্ষমতার উদ্ভব হয়। আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞান দুটির মধ্যে সাধন করা হলো প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। আধুনিক শিক্ষার বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব।

আধুনিক প্রাশ্চাত্য ধারা অনুসরণ করলে জানা যায় যে, বিশ্ব প্রথা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা সঠিক অনুশীলন পদ্ধতি দ্বারা প্রকৃত শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত গুণের বিকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এমন একজন দার্শনিক যিনি মনে করতেন প্রত্যেক শিক্ষার এক অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থী নিশ্চিত ভাবে অন্তর্নিহিত গুণের বিকাশ ঘটায়। আধুনিক শিক্ষার পারস্পরিক বিকাশেরপ্রধান কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাচীন মধ্য আধুনিক শিক্ষার ধারকও বাহক।

গ্রন্থপঞ্জি

১) শিক্ষার বিবর্তন মুলক দৃষ্টিভঙ্গি,। ডাঃ পাল দেবাশীষ। প্রথম সংস্করণ জুলাই, ২।
২) ডাঃ দে দেবাশীষ, জুলাই ২০১২, শিক্ষার বিবর্তন মুলক দৃষ্টিভঙ্গি, রীতা প্রকাশনা।
৩) ডাঃ দাস মধুমিতা। প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০১২।
৪) শিক্ষার বিবর্তন মুলক দৃষ্টিভঙ্গি, রীতা প্রকাশনা। ডাঃ ঘোষ বিরাজলক্ষী, প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০১২।
৫) শিক্ষার দর্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি। ডাঃ পান্ডা উজ্জ্বল। প্রথম সংস্করণ এপ্রিল২০১১ ।
৬) শিক্ষার দর্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি। রীতা প্রকাশনা। ড. চ্যাটার্জি মিহির
প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১১। রীতা প্রকাশনা।
৭) ডাঃ সেন স্বপন প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১১।
৮) শিক্ষা ও শিক্ষা দর্শন। রায় সুশীল, নতুন সংস্করণ ২০১১-২০১২
৯) শিক্ষার তত্ত্বও শিক্ষা দর্শন। সোমা বুক এজেন্সি। কলকাতা।
১০) শিক্ষা জীবন দার্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি। ডাঃ দেবাশীষ পাল। প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২।
১১) শিক্ষার ভিত্তি দার্শনিক ও সামাজিক। রীতা প্রকাশনা। কলকাতা।
১২) শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি। ডাঃ পাল দেবাশীষ, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০১৪-২০১৫, রীতা প্রকাশনা।